গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

জাতীয় মূসক দিবস
১০ জুলাই ২০১২

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মানদন্ডে এর সীমাবদ্ধতা ও তা উত্তরণের উপায়।

মোঃ ফরিদ উদ্দিন
সদস্য (মূসক নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাঃ
তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মানদন্ডে এর সীমাবদ্ধতা ও তা উত্তরণের উপায়।

১। ভূমিকা ঃ

সহজ কথায় মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বলতে সংযোজিত মূল্যের (Added value) উপর আরোপিত ও আদায়কৃত করকে বুঝায়। অন্যভাবে বললে : 'বিক্রিমূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য (Sales minus purchase) X করহার'- হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর। যে কোন অর্থনীতির পূর্বাপর সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে সম্পর্কিত (Integrated) করে এ কর ব্যবস্থা সে অর্থনীতির কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রাজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে এককভাবে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখতে পারে - বিধায় বর্তমান বিশ্বে এটি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় ও কার্যকর পরোক্ষ কর ব্যবস্থা। বর্তমানে ১৪৭ টি দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে। একই বিবেচনায় ১৯৯১ সনে যখন বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ১,১০,৫১৮ কোটি টাকা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব ছিল ৬১৫২ কোটি টাকা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব ও জিডিপি'র অনুপাত ছিল ৫.৫৭%। পূর্বতন আবগারী শুল্ক ও জিডিপি'র অনুপাত ছিল মাত্র ১.৫৮%, তখন অনেকটা সীমিত আকারে ব্যাপক সীমাবদ্ধতা নিয়ে, বলা যায় তাড়াহুড়ো করে, বাংলাদেশে এ কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এখনো এ কর ব্যবস্থা ঐ রকম সীমিত আকার ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আছে বলে ধরে নেয়া যায়। তারপরও এ ব্যবস্থা আমদানি ও স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ও মূসকসহ বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্বের প্রায় ৫৫% অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব অবদান রাখছে। মূলত: এ কর ব্যবস্থার ব্যাপক অবদানের কারণেই বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব ও জিডিপি'র অনুপাতও ৯১ সনের শতকরা ৫.২৭.হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় শতকরা ১০ তে উন্নীত হয়েছে। এ থেকে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এ কর ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

২। <u>মূসক ব্যবস্থার গুরুত্ব</u> ঃ

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনীতির ক্রমবৃদ্ধিশীল মূল্য সংযোজন (value addition) এর সাথে সঙ্গতি রেখে ও ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ করে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব উৎপাদনে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থা। তাত্ত্বিক/আদর্শিক মানদন্ডে উন্নত, প্রয়োগ ও পরিপালনে (compliance) কার্যকর মূসক ব্যবস্থা জাতীয় আয় নিরূপনে, আমদানিতে মিথ্যা ঘোষণা ও চোরাচালান নিরোধে এবং আদর্শ প্রত্যক্ষ কর/আয়কর ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন ও পরিপালন নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে দক্ষ কর ব্যবস্থা। ভোগ বা ব্যয়কর (consumption/expenditure tax) প্রকৃতির বিধায় এ কর ব্যবস্থা জাতীয় অর্থনীতির সরকারী ও বেসরকারী খাতের সকল করযোগ্য ব্যয় বা ভোগ কে প্রতিযোগিতামূলক হিসাবের আওতায় এনে স্বচ্ছতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে দেশে অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সুষম প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হতে পারে। স্বচ্ছতার সাথে ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণেও এর বিকল্প নেই।

৩। আদর্শ মূসক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী ঃ

পুরোপুরি আদর্শ মূসক ব্যবস্থা তত্ত্বে আছে, বাস্তবে কোথাও নেই। তত্ত্বের দিক থেকে প্রত্যেক মূসক ব্যবস্থায় কম বেশী সীমাবদ্ধতা আছে। তারপরও পৃথিবীতে অনেক দেশেই তত্ত্ব বা আদর্শের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে উত্তম মূসক ব্যবস্থা আছে। সে রকম আদর্শ মূসক ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বা গুনাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ:-

ক) করযোগ্য পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদানের প্রত্যেক পর্যায়/পয়েন্টে অর্জিত মূল্য সংযোজনের (Value Addition) উপর কর আরোপ ও আদায় করা হয় বিধায় মূসক একটি হিসাব ও ডক্যুমেন্ট/রেকর্ডস ভিত্তিক এবং করের পৌন:পুনিকতা (cascading effect) মুক্ত ব্যবস্থা।

খ) এ কর ব্যবস্থায় করের পরিধি/নেটওয়ার্ক অন্য যে কোন পরোক্ষ কর ব্যবস্থা যেমন-আবগারী বা বিক্রয় কর ব্যবস্থার তুলনায় সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত করা যায়। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত পণ (Consideration) যোগ্য সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে এ ব্যবস্থায় করযোগ্য করা যায়। এতে কর আদায়ের ভিত্তি ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

গ) এ কর ব্যবস্থা প্রধানত এক হার বিশিষ্ট (single rated)। করের পৌন:পুনিকতা রোধ করে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের প্রত্যেক পর্যায়ে অর্জিত শুধু মূল্য সংযোজনের উপর কর আদায়ের লক্ষ্যে এ কর ব্যবস্থা সাধারণত: এক হার বিশিষ্ট হয়।

ঘ) করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের প্রতিটি স্তরে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের উপর কর আদায় নিশ্চিতকল্পে এ কর ব্যবস্থায় ভিত্তিমূল্য হিসেবে ইনভয়েস ভিত্তিক বিনিময় মূল্য (Transaction price) তথা বাজার মূল্যকে ব্যবহার করা হয়। এতে ট্যারিফ মূল্য বা সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের কোন স্বীকৃতি নেই।

ঙ) দ্বৈতকর মুক্ত রাজস্ব ও ভোক্তা স্বার্থের সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে এ ব্যবস্থায় কর মুক্ত বা কর অব্যাহতির খাত সাধারণত: খুব সীমিত রাখা হয়।

চ) আমদানি, উৎপাদন, সেবা প্রদান, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার সকল সরবরাহ পর্যায়ে হিসাব ও রেকর্ডভিত্তিক মূল্য সংযোজনের উপর এ কর আরোপ ও আদায় করা হয় বিধায় এতে রাজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা অন্য যে কোন পরোক্ষ কর ব্যবস্থার চেয়ে বেশী। এতে প্রতিস্তরে করের বোঝাও কম থাকে। এ ব্যবস্থায় জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির সাথে মিল রেখে ও করের পৌন:পুনিকতা বা দ্বৈতকর পরিহার করে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা যায়।

ছ) এ করের ভার বা বোঝা চূড়ান্তভাবে চূড়ান্ত ভোক্তা (Final consumer) বহন করে বিধায় একে ভোক্তাকর ব্যবস্থা বলা হয়। এতে করের চূড়ান্ত ভার চূড়ান্ত ভোক্তা ও মধ্যবর্তী স্তরের সবরাহকারীগণ শুধু তাঁদের প্রত্যেকের স্তরের অর্জিত মূল্য সংযোজনের (value addition) করভার বহন করে বিধায় মধ্যবর্তী ভোক্তা/উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ ব্যয়ও হ্রাস পায়।

জ) বিনিময় মূল্য ভিত্তিক, একহার বিশিষ্ট ও করের পৌন:পুনিকতা মুক্ত বিধায় মূসক ব্যবস্থা বিনিয়োগ ও ব্যবসায় বান্ধব এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক।

ঝ) এ ব্যবস্থা রেকর্ড ও হিসাবভিত্তিক বিধায় প্রত্যক্ষ কর/আয়কর ব্যবস্থার স্বত:স্ফূর্ত প্রতিপালন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য অতিশয় কার্যকর ব্যবস্থা।

ঞ) করের পৌন:পুনিকতা থেকে মুক্ত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতা স্ব স্বার্থেই কর চালান (Tax invoice) পরস্পর থেকে চেয়ে নেয় বিধায় একে স্ব প্রয়োগী (Self enforcing) ও স্ব প্রতিরোধী (Self policing) কর ব্যবস্থাও বলা হয়।

ট) এ কর ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে সাধারণত: করের আওতামুক্ত রাখা হয় অথবা টার্নওভার কর নামে অতি সামান্য কর হারের অধীন করা হয়। এর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পক্ষে টিকে থাকা সহজ হয়।

৪। **আদর্শগতভাবে দক্ষ ও কার্যকর জাতীয় মূসক ব্যবস্থা প্রণয়নে প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয় ঃ**

তাত্ত্বিক/আদর্শিক মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলীর নিরীখে জাতীয় মূসক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রত্যেক দেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যে দেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবস্থা, উন্নয়নের গতি প্রকৃতি, মাথা পিছু আয়, জাতীয় অর্থনৈতিক ও কর সংস্কৃতি ইত্যাদির যথাযথ মূল্যায়ন করে আদর্শ মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট বা গুনাবলীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে জাতীয় মূসক ব্যবস্থা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োগিক দিক থেকে সর্বোচ্চ প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারে - সে দেশ মূসক ব্যবস্থায় ততো সফল। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় :

ক) করযোগ্য ও কর অব্যাহতিযোগ্য সরবরাহ বা খাত যথাযথভাবে পরীক্ষাপুর্বক নির্ধারন করা;

খ) জাতীয় অর্থনীতি বান্ধব মূসক হার নির্ধারন করা;

গ) বাজার ও মূসক বান্ধব করভিত্তি নির্ধারন করা;

ঘ) কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি সহজীকরণ করা- যাতে প্রতিপালন ব্যয় হ্রাস ও হার বৃদ্ধি পায়;

ঙ) জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন অবস্থা ও গতি প্রকৃতি বিবেচনা করে করযোগ্য টার্নওভার (Threshold) নির্ধারন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

৫। **আদর্শিক মানদন্ডে বাংলাদেশের মূসক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা বা চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ**

(১) বাংলাদেশের মূসক আইন ও বিধি'র সীমাবদ্ধতা ঃ

ক) বাংলাদেশের মূসক আইনে মূসকের পরিধি/নেটওয়ার্ক খুব সীমিত। কাঙ্খিত সুফল পেতে হলে আমদানি, উৎপাদন, সেবা এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার সকল ক্ষেত্রে ও ব্যাপক পরিধিতে যুগপৎ এ কর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও অপরিহার্য হলেও বাংলাদেশে এর সম্পুর্ণ বিপরীতে প্রথমে শুধু আমদানি, উৎপাদন ও কতিপয় সেবায়, পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে ক্রমবর্ধমান বিকৃতি ও ব্যাপক

অব্যাহতি বা মওকুফসহ এটিকে প্রসারিত করা হয়। প্রবর্তনের পর হতে ইতোমধ্যে ২১ বছরের বেশী সময় অতিক্রম করলেও পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার ক্ষেত্রে এখনো Standard মূসক হার প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। এতে অব্যাহতি বা মওকুফ ও বিকৃতি এতো ব্যাপক যে দেশের মোট জাতীয় ভোগ বা ব্যয় এর প্রায় ৫০ শতাংশই এর আওতা বহির্ভুত এবং সব ধরণের অব্যাহতি মিলে tax expenditure এর পরিমাণ জিডিপি-র ৫-৬ শতাংশের কম হবে না।

খ) কতিপয় সেবা খাত ব্যতীত বর্তমান মূসক আইনে করভিত্তি হিসাবে বিনিময় মূল্য বা বাজার মূল্য ধারণার তেমন স্বীকৃতি ও অনুশীলন নেই। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিনিময় মূল্যের পরিবর্তে এতে উৎপাদন ক্ষেত্রে ধারণাগত Additive Method ভিত্তিক মূল্য, ট্যারিফ মূল্য, অনেক সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তি মূল্য, কোন কোন ক্ষেত্রে স্পেসিফিক কর, কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্য সংযোজন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর কোনটিই তাত্ত্বিক বা আদর্শিক মূসক ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়। উল্লেখ্য, বর্তমান আইন ও বিধির আওতায় অসংখ্য ভিত্তি মূল্যের বিধান থাকায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের সকল ক্ষেত্রে Standard Rate বা একই হারে মূসক ধার্য ও আদায় করা যাচ্ছে না।

গ) করযোগ্য পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষনা প্রদান ও তা অনুমোদনের বিধান থাকায় সংশ্লিষ্ট করদাতাদের ব্যবসায় হিসাব (business accounts) এর সাথে মূসক হিসাব (Vat accounts) এ ব্যাপক গরমিল হচ্ছে। এতে একদিকে কর ফাঁকি হচ্ছে, করদায়িতা (tax liability) যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না; অন্যদিকে কর প্রশাসনের সাথে করদাতাদের বিরোধ বাড়ছে, ক্ষেত্র বিশেষে যোগসাজসও হচ্ছে। উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত করদায় ছাড়াই কর হিসাবে শুধু ট্রেজারীতে অর্থ জমা দেয়া হচ্ছে। এতে অনেক সময় এ জমা রাজস্ব না হয়ে সরকারের দায় (liability) হচ্ছে।

ঘ) উপকরণ কর রেয়াত বা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নানাবিধ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা এর প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করছে। অবশ্য আদর্শ মূসক পরিপন্থী বিভিন্ন বিধানের কারণেই এসব নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছে।

ঙ) করের সীমিত পরিধি, বিনিময় মূল্যের পরিবর্তে মূল্য ঘোষণা প্রদান ও অনুমোদন, ক্ষেত্র বিশেষে ট্যারিফ মূল্য বা সংকুচিত ভিত্তিমূল্য, কর অব্যাহতি, উৎসে মূসক কর্তন, অগ্রিম মূসক আদায়, এর ভিত্তিমূল্য, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার ক্ষেত্রে একাধিক ভিত্তিমূল্য, করভার হ্রাসের লক্ষ্যে নির্ধারিত কাল্পনিক মূল্যভিত্তি, কর রেয়াত গ্রহণে নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি মূসক ব্যবস্থায় কার্যত: অসংখ্য করহার, করের পৌণ:পুণিকতা ও পদ্ধতিগত জটিলতা সৃষ্টি করেছে। এর ফলে মূসক ব্যবস্থা বর্তমানে একদিকে আবগারী কর বা বিক্রয় কর ব্যবস্থার ন্যায় করের পৌন:পুনিকতায় আক্রান্ত; অন্যদিকে প্রতিপালনের দিক থেকে নিম্নমুখী হচ্ছে। জনৈক ব্যবসায়ী নেতা এসব কারণে একবার ক্ষোভ করে বলেছিলেন: "VAT is now the new name of Excises".

চ) বর্তমান আইনে মূসক নির্ধারণ ও পরিশোধ কার্যক্রম স্বনির্ধারণী (self assessment) প্রকৃতির হলেও–

(i) ত্রুটিপুর্ণ ডিজাইন ও ক্রমবর্ধমান বিকৃতির ফলশ্রুতিতে এতে উদ্দেশ্যের চেয়ে নিয়ন্ত্রণ ও আনুষ্ঠানিকতা দিনে দিনে প্রাধান্য পাচ্ছে, এর business বা operational system অনেক ক্ষেত্রেই বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল হচ্ছে। অনেক সময় তা পরিপালনে সহায়ক না হয়ে করদাতাদের মধ্যে অনীহার সৃষ্টি করছে। নিছক নিয়ন্ত্রণ ও আনুষ্ঠানিকতার উদাহরণ হিসাবে করযোগ্য পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান ও অনুমোদন নেয়া অগ্রিম অর্থ জমা প্রদান বাজার উঠানামার সাথে ঘন ঘন মূল্য ঘোষণা প্রদান, মূসক সংক্রান্ত অনেকগুলো বুকস অব একাউন্টস সংরক্ষণ করা, বাণিজ্যিক বুকস অব একাউন্টস হতে ভিন্নভাবে মূসক একাউন্টস সংরক্ষণ করা– ইত্যাদির সবিশেষ উল্লেখ করা যায়।

(ii) পণ্য ও সেবার করদায়িতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ভিন্ন ধরণের হিসাব পুস্তক বা বুকস অব একাউন্টস বেশী মাত্রায় নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রকৃত ব্যবসায় হিসাবের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই অসঙ্গতিপুর্ণ। ফলে অনেক সময় করদাতাগণকে দু'ধরনের হিসাব পুস্তক তথা মূসক হিসাব পুস্তক ও বাণিজ্যিক হিসাব পুস্তক সংরক্ষরণ করতে হয়। এতে করদাতার পরিপালন ব্যয় বৃদ্ধি পায় বলে পরিপালন হার ব্যাহত হচ্ছে।

ছ) বর্তমান মূসক আইন ও বিধি সাংগঠনিক ও প্রণয়নগত (construction) দিক থেকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মূসক আইন ও বিধি ও তদসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার আদলে তৈরী নয়। সাংগঠনিক ও প্রণয়ন মানসম্পন্ন মূসক আইন ও বিধিমালার ন্যায় এতে মূসকযোগ্য কর্মকান্ড, পরিধি, ভিত্তিমূল্য, কর পরিশোধ পদ্ধতি, উপকরণ কর রেয়াত পদ্ধতি, কর হিসাব পুস্তক, কর দায়িতা নিরূপণ-পদ্ধতি, পিরিয়ডিক রিটার্ণ পেশ, ব্যর্থতায় নোটিশ প্রদান, রিটার্ণ পেশ এর ব্যর্থতায় কর এসেসমেন্ট ও অর্থদন্ড/শাস্তি আরোপ, অডিট বা নিরীক্ষা পদ্ধতি, অপরাধ, বিরোধ, নিস্পত্তির বিধান, আপীল, রিফান্ড, বকেয়া রাজস্ব আদায়, প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদি সুবিন্যস্ত, স্পষ্ট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত ও সাজানো নয়। এ কারণে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হয়েছে। তাছাড়া, একে অনেকটাই আবগারী প্রশাসনিক কাঠামোয় নিয়ন্ত্রণমূলক মানসিকতায় তৈরী করা হয়েছে।

জ) বর্তমান আইনে মূসক নিবন্ধন পদ্ধতি আদর্শ মূসক ব্যবস্থা বান্ধব নয়। একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সকল করযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে একটি মাত্র নিবন্ধন প্রদান ও কেন্দ্রীয়ভাবে হিসাব সংরক্ষণের সুবিধা প্রদানের পরিবর্তে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানকে আলাদা নিবন্ধন, হিসাব সংরক্ষণ ও আলাদাভাবে করদায় পরিশোধের বিধান করা হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ও সেভাবে হিসাব সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় নাই। ফলে বর্তমান আইনে করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর বা নিবন্ধন নম্বর প্রকৃত করদায় নিরূপন বা করফাঁকি প্রতিরোধে সহায়ক নয়। উল্লেখ্য, আয়কর বা আমদানি নিবন্ধন নম্বরও একই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত।

ঝ) পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় মূসক আরোপ ও আদায়ের ক্ষেত্রে আদর্শ মূসক ব্যবস্থার ধারণার (**১৫% স্ট্যান্ডার্ড মূসক হার**) বাহিরে গিয়ে অনেকটাই আপোষমূলক মনোভাব নিয়ে আমদানি পর্যায়ে একহারে অগ্রিম মূসক, স্থানীয় ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্যহারে মূসক, "যোগানদার" শীর্ষক সেবার আওতাধীন ব্যবসার ক্ষেত্রে আরেকহারে ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে মূসক আরোপ ও আদায় করা হচ্ছে। এতে অব্যাহতি, কর ফাঁকি ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে করদাতা, ব্যবসায়ী ও উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

ঞ) তাত্ত্বিক ধারণায় মূসকযোগ্য নয় এমন সেবাকেও (যেমন:-লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন ফি) বর্তমান আইন ও বিধির আওতায় মূসকযোগ্য করা হয়েছে। এর ফলে করদাতাদের সাথে শুধুই বিরোধ বাড়ছে।

ট) বর্তমান আইনে যেসব পণ্য বা সেবাকে মূসক থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে - সেগুলোকেই আবার "যোগানদার" শীর্ষক সেবার আওতায় মূসকযোগ্য করা হয়েছে।

(২) <u>বর্তমান মূসক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সংকট</u> ঃ

বর্তমান মূসক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সংকট মূলত: উপরোক্ত ত্রুটিপুর্ণ আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার (institutional capacity) অভাবজনিত সমস্যা। বিগত প্রায় দেড় দশকে পৃথিবীর অনেক দেশ বাজার অর্থনীতিভিত্তিক চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় নিজ দেশের অর্থনীতিকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগসহ অন্যান্য স্বীকৃত উপায়ে তাঁদের রাজস্ব প্রশাসনকে সংস্কার বা আধুনিকায়নের কার্যকর উদ্যোগ নিলেও দুর্ভাগ্যবশত: আমরা সেক্ষেত্রে খুব পিছিয়ে আছি। আমরা রাজস্ব বিভাগের কাছে শুধুই ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব চেয়েছি; কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ও পরিবেশের দিকে সমসাময়িক বিশ্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তেমন নজর দেয়া হয়নি। ফলে, বর্তমানে এ প্রশাসন নিম্নরূপ নানাবিধ সংকটে আক্রান্ত হয়ে বর্ণিত পরিবেশে পর্যবসিত হয়েছে ঃ

ক) বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত ধারনার বাহিরে বাংলাদেশের বর্তমান মূসক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে কর ব্যবস্থার Functional প্রকৃতি অনুযায়ী না সাজিয়ে Tax type-এর আদলে তৈরী করা হয়েছে - যা এখনো অব্যাহত আছে। তাছাড়া, করদাতাদের আয়তনের ভিত্তিতে Segmented প্রকৃতির না করে ভৌগলিক এলাকা ও মূসক সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ভিত্তিক হিসাবে গঠন করা হয়েছে। অধিকন্তু মূসক ব্যবস্থাপনা ধারণার সম্পুর্ণ বিপরীতে আবগারী আমলের নিয়ন্ত্রণমূলক সার্কেল অফিস ও বিভাগীয় দপ্তর উদ্দেশ্য ও সমন্বয়হীন - এ দু'কাঠামোতে তৈরী করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা চলমান বিশ্বের প্রগতিশীল ধারণার পরিপন্থী।

খ) প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বর্তমান মূসক ব্যবস্থা সম্পুর্ণরূপে ম্যানুয়ালভিত্তিক। অত্যন্ত জরুরী হওয়া সত্ত্বেও এর business system ও ব্যবস্থাপনা এখনো আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা অটোমেটেড নয়। করদাতাদের প্রকৃত করদায় দ্রুত ও

সঠিকভাবে যাচাই এর লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনা এখনো কাস্টমস্/শুল্ক ও আয়কর ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ষ্টেক হোল্ডারদের সাথে কানেক্টেডও নয়। ফলে বিভিন্ন কৌশলে রাজস্ব ফাঁকি বা tax gap বৃদ্ধি, প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন হার হ্রাস ইত্যাদির যেমনি প্রসার হচ্ছে তেমনি করদাতারা স্বল্পসময়ে কম খরচে হয়রানিমুক্ত পরিবেশে নিবন্ধন, রিটার্ণ পেশ, কর বা রাজস্ব জমা, মূসক বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব, রিফান্ড, বিরোধ নিস্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে অনলাইন বা দ্রুত ও নির্ভুল সেবা পাচ্ছে না।

গ) বর্তমান মূসক ব্যবস্থাপনায় যে হারে করদাতা নিবন্ধন দেয়া হয় - সে হারে করদায় সংক্রান্ত মাসিক/মেয়াদী রিটার্ণ দাখিল করা হয় না এবং সুপ্ত বা অস্তিত্বহীন নিবন্ধন বাতিল করা হয় না। ফলে বর্তমানে প্রায় ৭.৫ লক্ষ নিবন্ধিত করদাতার স্থলে মাত্র ৬০-৭০ হাজার করদাতা রিটার্ণ দাখিল করে থাকে। নিবন্ধন নিয়ে করযোগ্য উৎপাদন, সেবা প্রদান বা ব্যবসা করেন– এমন ব্যক্তিদেরকে মাসিক বা মেয়াদী রিটার্ন পেশ ও মূসক প্রদানে উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করার লক্ষ্যে বর্তমান মূসক প্রশাসনের বাস্তবায়ন উদ্যোগ বা তৎপরতা তেমন দেখা যায় না।

ঘ) বর্তমান বিশ্বে মূসকসহ যে কোন কর ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে - করদায় বিষয়ে করদাতাদের মধ্যে স্বেচ্ছা প্রতিপালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা হলেও সরকারী অন্যান্য বিভাগের ন্যায় বাংলাদেশের মূসক কর্মকর্তাদের অনেকের মানসিকতায় সেরকম ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এখনো তেমন দেখা যায় না মর্মে অভিযোগ আছে। করদাতাদের সেবা প্রদানের বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ববোধের চেয়ে এখানে এখনো অনেকের নিকট সংকীর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি স্বার্থই মূখ্য। ফলে মূসক ব্যবস্থায় স্বেচ্ছা প্রতিপালন (compliance) এমনকি বাস্তবায়ন (enforcement) কোনটিরই আশানুরূপ বিকাশ হচ্ছে না।

ঙ) জাতীয় অর্থনীতির পণ্য বা সেবা সরবরাহ চেইনের (Supply chain) সকল লেনদেন পয়েন্টে বা লেনদেনের ওপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমদানি শুল্ক, মূসক বা আয়কর ব্যবস্থা প্রযোজ্য হলেও এ তিনটি কর ব্যবস্থার প্রত্যেকটি অতিমাত্রায় পরস্পর সম্পর্কিত/নির্ভরশীল। এদের পুর্বাপর সম্পর্ক না জেনে কোনটিরই প্রকৃত করদায় জানা সম্ভব নয়। এ বাস্তবতা ও একই রাজস্ব বোর্ড এর অধীনে থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনো বর্ণিত তিনটি কর ব্যবস্থার মধ্যে তথ্য যোগাযোগ বা বিনিময় ও সমন্বয় নেই বললেই চলে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উক্ত তিনটি কর ব্যবস্থায় একই ব্যক্তির পরস্পর সম্পর্কহীন তিন রকম ব্যবসায় ও কর হিসাব পাওয়া যায়।

চ) পর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন, বাস্তবায়ন সম্বলিত জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনার অভাবে মূসক কর্মকর্তা ও করদাতাদের দায়িত্ব ও অধিকার বিষয়ে মূসক আইন ও বিধিতে যে সব বিধান (সিটিজেনস্ চার্টার) করা হয়েছে - কোন পক্ষই তার অনেক গুলোই পালন করে না বললেই চলে। উদাহরণ স্বরূপ যথা সময়ে নিবন্ধন প্রদান, অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাতিল, যথাযথভাবে মূসক হিসাব সংরক্ষণ ও রিটার্ণ দাখিল, কর প্রদান, যথাসময়ে যথাযথভাবে রিটার্ণ ও কর না দিলে ধারা ৩৭ ও ৫৫ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া,

বকেয়া পাওনা রাজস্ব আদায়, অনিস্পন্ন ও তর্কিত দাবী ও মামলা নিস্পত্তি করা, যথাসময়ে রিফান্ড দাবী নিস্পত্তি করা, কর ফাঁকি বা অনিয়ম মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করা, মূল্য ঘোষণার উপর যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রের আচরণ বা প্রাকটিস এর উল্লেখ করা যায়।

ছ) স্বেচ্ছা প্রতিপালন বান্ধব ও বাস্তবায়নমুখী একটা কার্যকর মূসক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও নিষ্ঠার মানে যে সংখ্যক কর্মকর্তা মূসক বিভাগে থাকা দরকার - বর্তমানে তা নেই। যারা আছেন - তাদের অনেকেরই এ ব্যবস্থার সার্বিক টেকনিক্যাল ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নেই। যে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তার উক্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে তারাও যথাযথ পরিবেশের অভাবে তা কাজে লাগাতে পারছে না। আইনী বা প্রায়োগিক যে কোন সমস্যা বা বিষয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তার বিভিন্ন মত বা সিদ্ধান্ত করদাতাদের প্রায়ই বিভ্রান্ত করে। এ সমস্যা এ ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা।

জ) মূসক বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কর্মতৎপরতা (Performance) পরিবীক্ষণ (Monitoring) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য স্বীকৃত ব্যবস্থাপনা কৌশল যেমন: পরিদর্শন, অডিট/নিরীক্ষা, তদন্ত, কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ ও সে অনুযায়ী জবাবদিহিতার সাথে দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণ, যোগ্যতা ও কর্ম অনুযায়ী পদায়ন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্বলিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Internal Control System) বর্তমানে যথাযথভাবে কাজ করছে না বলে অভিযোগ আছে। পদায়ন বা দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতার চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে equity কখনো কখনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা তদবিরকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে।

ঝ) মূসক বিষয়ে কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনারেটওয়ারী বা কেন্দ্রীয়ভাবে একাডেমি কেন্দ্রিক সুসংগঠিত ও কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় নাই। বিবিধ কারণের মধ্যে কর্মকর্তাদের স্বল্পতা এ ক্ষেত্রে অন্যতম একটি সমস্যা।

ঞ) স্বনির্ধারণী কর ব্যবস্থা (self assessment tax system) হিসাবে বাস্তবায়ন (enforcement) তৎপরতার পরিবর্তে স্বেচ্ছা প্রতিপালন সংস্কৃতির (voluntary compliance culture) উত্তরোত্তর বিকাশই বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি কর প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। করদাতার স্বেচ্ছা প্রতিপালন সংস্কৃতির বিকাশের উদ্দেশ্যে করদাতা সেবা সংক্রান্ত যথাযথ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ হলেও বাংলাদেশে এ লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম আশানুরূপভাবে সুসংগঠিত ও কার্যকর নয়। এখানে কর কর্মকর্তাদের সাথে করদাতাদের সম্পর্ক এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্দেহের, কখনো কখনো যোগসাজশের। স্বেচ্ছা প্রতিপালন হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে করদাতা সেবার পরিধি ও মান এখনো আশানুরূপ নয়। উদাহরণ স্বরূপ করদাতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, করদাতার স্বেচ্ছা প্রতিপালনের জন্য মূসকের বিভিন্ন বিষয়ে লিফলেট, বুকলেট, পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ interactive website প্রবর্তন, অনলাইন রিটার্ণ দাখিল, কর পরিশোধ, দ্রুত নিবন্ধন প্রদান, হয়রানিমুক্ত পরিবেশে রিটার্ণ দাখিল, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার,

সেমিনার, ওয়ার্কসপ এর আয়োজন, কল সেন্টার স্থাপন ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য, যথাযথ করদাতা সুবিধা সৃষ্টি ও কার্যকর করতে না পারার কারণে বাংলাদেশের মূসক করদাতাদের অধিকাংশই অনিচ্ছা সত্ত্বেও করদায় প্রতিপালনে আশানুরূপভাবে তৎপর নয়।

ট) বর্তমান কর প্রশাসনে Compliant ও Non Compliant করদাতাদের পুরষ্কৃত বা তিরষ্কৃত করার পর্যাপ্ত কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বা ব্যবস্থা নেই। জাতীয় মূসক দিবসে এর কিছু উদ্যোগ দেখা গেলেও যে পদ্ধতিতে তা নির্ধারণ করা হয় তা প্রকৃত Compliant করদাতা সনাক্তকরণে তেমন কার্যকর নয়।

ঠ) (i) মূসক মূলত: একটি স্বনির্ধারণী ও খোদ খালাস ভিত্তিক কর ব্যবস্থা হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর কার্যকর ব্যবস্থাপনা হিসাবে অডিট/নিরীক্ষা কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হলেও বাংলাদেশের মূসক ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংগঠিত অডিট/নিরীক্ষা ও তদন্ত কার্যক্রমের সংস্কৃতি এখনো তেমন তৈরী হয় নাই। নিবারণ/নিয়ন্ত্রণমূলক মানসিকতার প্রাধান্য, অডিট বিষয়ে কর্মকর্তাদের অনীহা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও নিষ্ঠার অভাব, সময় সাপেক্ষ, নিবারণমূলক কাজের চেয়ে অডিট কাজের তুলনামূলক স্বীকৃতির অভাব, অডিট কাজের চেয়ে নিরারণমূলক পদে পদায়নের আগ্রহ ইত্যাদি মূলত: এ জন্য দায়ী। এসব কারণে এখানে অডিট/নিরীক্ষা কার্যক্রম খুবই সীমিত। আন্তর্জাতিক মানদন্ডে সাধারণত ৪০-৪৫ শতাংশ জনবল অডিট/নিরীক্ষা কাজে নিয়োগ করার প্রয়োজন থাকলেও এখানে এ কাজে ৫ শতাংশ জনবলও নিয়োগ করা যায় না।

(ii) অডিট সিলেকশনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (risk management) বা ঝুকি বিশ্লেষনের উদ্যোগ তেমন নেই বললেই চলে। অটোমেশনের পরিবর্তে ম্যানুয়েলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে সে রকম সুযোগও খুব কম।

(iii) সাংবিধানিক অডিট ও অভ্যন্তরীণ অডিট বিভাগ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা নেই বললেই চলে। অনেক সময় এ দুই সংস্থার সম্পর্ক সহযোগীতার না হয়ে বিরোধপুর্ণ বলে দেখা যায়।

(iv) গৃহীত অডিট কার্যক্রমের ভিত্তিতে যাই বা কর ফাঁকি উদঘাটিত হয় - সে সব কেস আইনী বিধি বিধান অনুসরণ করে দ্রুত নিস্পত্তির তেমন উদ্যোগ বা জবাবদিহিমূলক তৎপরতা দেখা যায় না। ফলে অধিকাংশ কেস দীর্ঘকাল ধরে বিভাগীয়সহ বিভিন্ন আপীল ও আদালতে অনিস্পন্ন থেকে যায়। কখনো কখনো তা হারিয়েও যায়। উল্লেখ্য, এ সব কারণে বর্তমানে হাজার হাজার মামলা অনিস্পন্ন আছে।

ড) কর কর্মকর্তাদের সাথে করদাতাদের বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট বিরোধ নৈর্ব্যক্তিকভাবে নিস্পত্তির লক্ষ্যে কর কর্মকর্তা ও করদাতারা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হন না বলে দেখা যায়। এ সব ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়ায় অধিকাংশ

ক্ষেত্রে বিরোধের দ্রুত ও আইনানুগ নিস্পত্তি হয় না। ফলে করদাতারা আপীল আদালতসহ বিভিন্ন উচ্চতর আদালতের শরণাপন্ন হন। এতে বিরোধ নিস্পত্তি বিলম্বিত হয়। সরকার ন্যায় সঙ্গত রাজস্ব আর করদাতা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। উল্লেখ্য, এ মানসিকতা সম্প্রতি চালুকৃত বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি ব্যবস্থাকেও এগুতে দিচ্ছে না।

ঢ) বর্তমানে মূসক প্রশাসনে মামলা, অডিট আপত্তি, রুজুকৃত দাবীনামা, বকেয়া রাজস্ব আদায়, কর রিটার্ণ, রাজস্ব হিসাব ইত্যাদির ব্যবস্থাপনার মান আন্তর্জাতিক মানদন্ডে আশানুরূপ নয়।

ণ) করদাতা কর্তৃক পেশকৃত রিটার্ন যথাযথ পরীক্ষা করা হয় না। রিটার্ন পরীক্ষা করে করদায় পুন:নিরূপন বা দাবীনামা জারীর ঘটনা খুবই কম। বরং অভিযোগ আছে যারা রিটার্ন দেয় তাদেরকে নানাবিধ হয়রানির স্বীকার হতে হয়। যথাযথ পরিবেশ বিশেষত: কার্যকর পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতার অভাবই এ জন্য দায়ী।

ত) যথাযথ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে কতিপয় খাতে প্রবর্তিত ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) কাঙ্খিত কার্যকারিতার দিক থেকে চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত বলে ধরে নেয়া যায়। এ সব খাতে প্রকৃত করদায় এর সর্বোচ্চ ৩০ ভাগ রাজস্ব সরকার পায় বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

থ) বর্তমানে আদায়কৃত বা প্রাপ্ত রাজস্ব এর হিসাব নানাবিধ ত্রুটিতে ভরপুর। অনেক ক্ষেত্রেই তা আইনের সাথেও অসংগতিপুর্ণ। ফলে প্রতি বছরই ট্রেজারী হিসাবের সাথে রাজস্ব বোর্ড হিসাবের গড়মিল পাওয়া যায়।

দ) বর্তমান মূসক ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, তার বাস্তবায়ন কৌশল ও বাস্তবায়ন প্রতিবেদনের জন্য আলাদা কোন সুসংগঠিত ও টেকসই উদ্যোগ নেই। এর অভাবে মূসক বিভাগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দায়িত্ব ও performance বিষয় সরকারের নীতি নির্ধারক ও সুশীল সমাজের নিকট অজানা থেকে যায়।

ধ) মূসক বিভাগের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বর্তমান অবকাঠামো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুন্নত ও যথাযথ কর্ম পরিবেশ অনুপযোগী। এতে লজিষ্টিকস্‌সহ আধুনিক ব্যবস্থাপনাগত সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল।

৬। বর্তমান মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতা (performances)ঃ

(ক) রাজস্ব বিষয়ক সাফল্য ও ব্যর্থতা ঃ

(i) চলতি মূল্যে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মূসক এর করযোগ্য পরিধির পরিমাণ জিডিপি-র ৫০ শতাংশ হিসাবে ধরা হলে শতভাগ দক্ষতায় উক্ত পরিধি হতে বছরে আনুমানিক প্রায় ৫০-৫৫ হাজার কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ মূসক হিসাবে আদায় হওয়ার কথা। বাংলাদেশের বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে যদি ৮০ শতাংশ দক্ষতায় উক্ত রাজস্ব আদায় করা যায় তাহলেও বছরে প্রায় ৪০-৪৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা। গত ২০১০-২০১১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পুরক ও মূসক

খাতে আদায় হয়েছে ২৭,০০০ কোটি টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে আদায় হয়েছে প্রায় ৩২,০০০ কোটি টাকা। এতে মূসক এর পরিমাণ আনুমানিক ৬৫ শতাংশ ও সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ প্রায় ৩৪ শতাংশ। ৬৫ শতাংশ মূসক মানে ২১ হাজার কোটি টাকা। মূসক ২১ হাজার কোটি টাকা হলে মোট মূল্য সংযোজন (value addition) টার্নওভার **(যদিও এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে উপকরণ মূল্য ও ক্ষেত্র বিশেষে দ্বৈতকরও অন্তর্ভুক্ত আছে)** - হচ্ছে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা- যা জিডিপি'র ১৫/১৬ শতাংশ মাত্র। এ তথ্য ও performance অনেকের নিকট গ্রহনযোগ্য হবে না।

(ii) অন্যদিকে উপরোক্ত তথ্যাদির হিসাবে বর্তমানে tax gap হচ্ছেঃ শতভাগ ক্যাপাসিটিতে প্রায় ১৮-২৩ হাজার কোটি টাকা। আশি ভাগ ক্যাপাসিটি ব্যবহারের ভিত্তিতে ৮-১৩ হাজার কোটি টাকা। অধিকন্তু ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এতে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ২১ শতাংশ। জিপিপি-র প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭.২ শতাংশ। কাজেই এ বছরও উপরোক্ত করযোগ্য পরিধি ও রাজস্ব চিত্র সেভাবেই পরিবর্তিত হবে। দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ও আন্তর্জাতিক মানে যদি নতুন মূসক আইন প্রণয়নপুর্বক করের পরিধি ও ভিত্তি যৌক্তিকভাবে প্রসারিত করা হয় তাহলে শতভাগ ক্যাপাসিটিতে ২০১৫-১৬ বছরে বাংলাদেশে শুধু অভ্যন্তরীণ মূসকের সম্ভাব্য পরিমাণ ৭০-৮০ হাজার কোটি টাকাও হতে পারে। মূসক বৃদ্ধি পেলে আয়কর রাজস্বও সেভাবে বৃদ্ধি পাবে।

(iii) বর্তমানে আদায়কৃত রাজস্বের সিংহভাগ (প্রায় ৭০ ভাগ) আসে গুটিকয়েক যেমনঃ সিগারেট, মোবাইল, প্রাকৃতিক গ্যাস, অগ্রিম মূসক, ব্যবসায়ী মূসক, নির্মান সংস্থা, ব্যাংকিং সেবা, যোগানদার ইত্যাদি বড় বড় খাত ও উৎস কর হতে। ঐ ক'টি খাত ব্যতীত করযোগ্য উৎপাদন, সেবা, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার অপরাপর অসংখ্য খাতসমূহের রাজস্ব অবদান মাত্র আনুমানিক ৩০ ভাগ। এ সব অসংখ্য খাতের অধিকাংশই জিডিপিতে সংশ্লিষ্ট খাতের অবদানের হিসাবে সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যবহৃত ক্যাপাসিটির অর্থাৎ প্রকৃত রাজস্বের মাত্র আনুমানিক ১৫ থেকে ৬০ শতাংশ কর দেয় বলে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়। ফলে এ সব খাতে কর ফাঁকির বা tax gap এর পরিমাণ প্রায় ৪০ থেকে ৮৫ শতাংশ - যা অত্যধিক বলে বিবেচিত। উল্লেখ্য, মূসকে tax gap হলে তা আয়কর এর ক্ষেত্রেও tax gap সৃষ্টি করে।

(খ) বর্তমান আইন অনুযায়ী বার্ষিক ৭০ লক্ষ টাকার অধিক টার্ণওভার হলে সংশ্লিষ্ট করযোগ্য উৎপাদক, সেবা প্রদানকারী ও পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে মূসক এ নিবন্ধিত হয়ে তার প্রকৃত টার্ণওভার অনুযায়ী মাসিক/মেয়াদী রিটার্ণ এর মাধ্যমে প্রদেয় মূসক দেয়ার বিধান। এই হিসাবে বাংলাদেশ অর্থনীতি বর্তমান জিডিপি'র আয়তন ও উক্ত জিডিপি'তে বিভিন্ন খাতের খাতওয়ারী অবদান এবং এ খাতগুলোর মূসকযোগ্য পরিধি বিবেচনায় নিলে এদেশে বর্তমানে কমপক্ষে দুই থেকে সাড়ে আড়াই লক্ষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মাসিক/মেয়াদী রিটার্ণ এর মাধ্যমে মূসক দেয়ার কথা। সেখানে বর্তমানে রিটার্ণ দিচ্ছে মাত্র ৬০ থেকে ৭০ হাজার। অর্থাৎ মূসক ক্যাপাসিটির মাত্র ২৮ শতাংশ।

(গ) টার্ণওভার করের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। এখাতে সমগ্র দেশে আনুমানিক তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ প্রতিষ্ঠান টার্ণওভার কর দেয়ার কথা - যার পরিমাণ ন্যূনতম ১০০ কোটি টাকা হতে পারতো। বর্তমানে মাত্র কয়েক হাজার করদাতা এ কর দিচ্ছে এবং পরিমাণ দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা মাত্র।

৭। **সীমাবদ্ধতা ও সংকট থেকে উত্তরণের উপায় ঃ**

(ক) **বর্তমান আইন ও বিধির সংস্কার বা আধুনিকায়ন:** উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা ও সংকট থেকে বর্তমান মূসক ও বিধিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে উক্ত আইন ও বিধিতে মৌলিক সংস্কার অথবা নতুন করে মূসক আইন প্রণয়ন করতে হবে। বিদ্যমান আইনের সংস্কার অথবা নতুন করে আইন প্রণয়ন– যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক, উক্ত কাজ করার সময় আদর্শ মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট বা গুনাবলী, বর্তমান আইনের উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা, সংকট, আদর্শ জাতীয় মূসক ব্যবস্থা প্রণয়নের মৌলিক বিষয়সমূহ ইত্যাদি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে– যাতে নতুন আইনটি আন্তর্জাতিক আদর্শ ব্যবস্থার মানদন্ডে উত্তীর্ণ ও দেশীয় অর্থনীতি, ব্যবসায় ও সংস্কৃতি বান্ধব হয়। নতুন আইন প্রণয়নকালে মূসক পরিধি, মূসক হার, মূসক সীমা (threshold) ও মূসক ভিত্তিমূল্য– এসব মৌলিক বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এসব বিষয় বিশেষত: মূল্যভিত্তি ও পরিধি এবং করহারের কারণেই বর্তমান মূসক আইন কার্যকর মূসক ব্যবস্থা হিসাবে কাজ না করে মূসকের নামে আবগারী ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে সমতুল্য অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা, আমাদের অর্থনীতির উন্নয়ন পরিস্থিতি ও অবস্থা, বাণিজ্যিক পরিবেশ, আমদানি শুল্ক কর নীতি, প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর নীতি কাঠামো, আইন, কর দাতা সংস্কৃতি, ব্যবসায়ী সমাজের মূল্যায়ন ইত্যাদিকেও বিবেচনায় নিতে হবে। উপরোক্ত মৌলিক বিষয়সহ গুরুত্বপুর্ণ অন্যান্য বিষয়ে চলমান আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অভিজ্ঞতার (best practice) আলোকে সিদ্ধান্ত হলে বিশ্ব অভিজ্ঞতা ও সমতুল্য অন্যান্য দেশের আইনের আলোকে দেশজ উপযোগী মূসক আইন ও বিধি বিশেষত: আইনের কর আরোপ ও আদায় সংক্রান্ত বিধান (charging ও machinery provisions) প্রণয়ন করা বর্তমানকালে বহুল প্রচলিত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় তেমন কঠিন নয় বলে মনে করি। আরো খেয়াল রাখতে হবে- কর আরোপ ও আদায় সংক্রান্ত মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে গৌণ বিষয় যেন মূল আইনে স্থান না পায়। পদ্ধতি, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়াদি মূল আইনের পরিবর্তে বিধিতে, প্রয়োজনে 'কর প্রশাসন আইন' (Tax Administration Law) নামে নতুন আইন প্রণয়ন করে তাতে সংস্থান করা যায়। আশা করা যায়, নতুন খসড়া আইন প্রণয়নকালে এসব বিষয়াদি বিবেচনায় নেয়া হবে।

(খ) শুধু মূসক আইনকে আন্তর্জাতিক মানে আধুনিকায়ন করলেই চলবে না। দেশের অর্থনীতিতে কার্যকর এবং বিদ্যমান বা ভবিষ্যত মূসক আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ পরিপুরক আমদানি শুল্ক কর আইন, নীতি এবং প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর নীতি, কাঠামো ও আইনেরও একই বিবেচনায় এবং ধারায় সংস্কার বা আধুনিকায়ন করতেই হবে। একটিকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যটির সংস্কার করা হলে কাঙ্খিত ফল পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম; বরং এতে জটিলতা আরো বাড়তে পারে।

(গ) **আধুনিক মূসক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়:**

যথাযথ আইন প্রণয়নের পাশাপাশি বিশ্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মূসক তথা সমগ্র রাজস্ব বিভাগের পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক এর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যায় ঃ

(i) করদাতাদের নিবন্ধন নম্বর বর্তমানের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিভিন্ন নম্বরের পরিবর্তে আধুনিক ও সর্বোত্তম বিশ্ব অভিজ্ঞতার আলোকে একটি অভিন্ন জাতীয় নম্বরে ঢেলে সাজাতে হবে। যাতে একজন করদাতা আমদানি, উৎপাদন, ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাংক হিসাব, আয়কর তথ্য, প্রধান প্রধান ভোগ ব্যয় তথ্য ইত্যাদি সবকিছু একসাথে একই সময়ে পাওয়া যায়। এটি সকল প্রকার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ করের জন্য প্রযোজ্য।

(ii) মূসক, শুল্ক ও আয়কর– এ তিনটি আইনের আওতাধীন business বা operational পরিবেশ যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক তাকে আন্তর্জাতিকমান সম্পন্ন ও উপযোগী করে উক্ত পরিবেশকে সমন্বিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশ্বমানের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা ডিজিটালাইজড/অটোমেটেড করতে হবে। এর কোন বিকল্প নাই। এটি কার্যকরভাবে করা না গেলে অন্য সব উদ্যোগ বিফলে যাবে।

(iii) কার্যকারিতায় দুর্বল বলে বিশ্ব পরিবেশ থেকে দ্রুত উঠে যাচ্ছে বিধায় মূসক এমনকি আয়কর বিভাগের বর্তমানের প্রধানত tax type, ভৌগলিক এলাকাভিত্তিক ও কর সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত কাঠামো এর পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে প্রবর্তিত ও অধিকতর ব্যয় সাশ্রয়ী এবং ফলদায়ক functional type [**যেমন: নিবন্ধন কার্যক্রম (নিবন্ধন প্রদান ও বাতিল), রিটার্ণ (দাখিল ও প্রসেসিং), রাজস্ব একাউন্টিং, করদাতা সেবা, বাস্তবায়ন (অডিট ও তদন্ত), বাস্তবায়ন (পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন), বিরোধ ও মামলার ব্যবস্থাপনা, এসেসমেন্ট, দাবীনামা ও বকেয়া রাজস্ব আদায়, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো ও উন্নয়ন ইত্যাদি**] এবং সমশ্রেণী বা আয়তনভিত্তিক (segmented) প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো (**যেমন: এলটিইউ, এমটিইউ ও এসটিইউ**) উভয় বিভাগে আলাদা করে গঠন/প্রতিস্থাপন বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে বা অহেতুক দেরী করলে নতুন আইন প্রণয়ন ও পরিবেশকে ডিজিটালাইজড করেও তেমন ফল আসবে না।

(iv) মূসক বিভাগের দীর্ঘদিনের জনবল সংকট আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নিস্পত্তি হবে বলে আশা করা যায়। মানব সম্পদ বিষয়ে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হবে– নতুন ও পুরাতন সকল কর্মকর্তাদের বর্তমান আইন, বিধি, এর সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক বিষয়, প্রস্তাবিত আইন, প্রশাসন, প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি, কর কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি (mindset) ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান

করা। উল্লেখ্য কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠার মান বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করে শুধু নতুন আইন প্রণয়ন ও পরিবেশ অটোমেশন করে আধুনিক, ফলদায়ক রাজস্ব প্রশাসন তৈরী করা ও চালানো তেমন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

(v) মূসক বিভাগের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরো সুসংগঠিত, কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিক করতে হবে। প্রতিটি স্তরে প্রত্যেক কর্মকর্তার কার্যাবলী বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে এর ভিত্তিতে তার performance পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন, নিরীক্ষা, পিরিয়ডিক রিপোর্ট, তদন্ত, পুরস্কার, তিরস্কার, ইত্যাদি জবাবদিহিমূলক কাঠামোর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। কর্মকর্তাদের পদায়ন ও পদোন্নতি - যোগ্যতা, performance ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে সিভিল সার্ভিস কাঠামোতে রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা বিশেষত: ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা পুন:নির্ধারণ করা দরকার। এতে বর্তমানের মেধা নিষ্কাশন (brain drain) বন্ধ হবে ও কর্মকর্তারা পেশাগত কাজে আরও মনযোগী হবেন।

(vi) (১) স্বেচ্ছায় কর প্রতিপালন বৃদ্ধিকল্পে করদাতা সেবার পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি তথা প্রতিপালন উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতেই হবে। এ জন্য অন্যান্য বিষয়ের সাথে সর্বাগ্রে দরকার করদাতাদের বিষয়ে কর কর্মকর্তাদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন। মনে রাখতে হবে ৯৫ শতাংশ করদাতাই ভালো। পরিবেশ পেলে তারা compliantও হবেন।

(২) করদাতাদের স্বেচ্ছায় compliant করতে হলে প্রতিপালন পদ্ধতি সহজ ও সময় এবং ব্যয় সাশ্রয়ী করতে হবে। করদাতাদের কর পদ্ধতি বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ জন্য কর ব্যবস্থার মৌলিক সকল বিষয়ের উপর লিফলেট, পুস্তিকা প্রকাশ, প্রচার বা বন্টন করতে হবে। সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের উপর সম্বলিত পুস্তিকাও প্রকাশ ও interactive website চালু করতে হবে। কর পদ্ধতি বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার করতে হবে। সেমিনার ও ওয়ার্কশপেরও আয়োজন করতে হবে।

(vii) মাসিক বা পিরিয়ডিক রিটার্ন পেশের বিষয়টিকে দক্ষ মূসক ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক সংকেত/indication হিসাবে অবশ্যই দেখতে হবে। সে জন্য এ ব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে কার্যকর করতে হবে। বর্তমানের রুটিন কাজে পর্যবসিত ঋণাত্মক অবস্থা থেকে এটাকে মূসক ব্যবস্থাপনার মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। যারা রিটার্ন দিবে না তাদের ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী নোটিশ প্রদান, অর্থদ- আরোপ ও কর এবং সুদ নির্ধারণ করত: দাবীনামা জারী ও তা আদায় করতে হবে।

(viii) মূসক বাস্তবায়নকে আরো সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে। এ জন্য পরিকল্পিত ও সমন্বিত অডিট, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কাজ করতে হবে। বকেয়া রাজস্ব আদায়, বিরোধ ও মামলা নিস্পত্তির ব্যবস্থাপনাকে আরো গতিশীল ও স্বচ্ছ করতে হবে। ECR যাতে কার্যকর হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। Non-compliant, short filer, stop filer, non filer দেরকে চিহ্নিত করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় তাদের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিজিটালাইজড পরিবেশে এ সব করা সহজ। তবে তার অবর্তমানে ও বর্তমান ম্যানুয়াল পরিবেশে ক্রমশ জনবল ও কমিশনারেট এবং দপ্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিতভাবে হলেও তা সম্ভব। শুধু দরকার নেতৃত্ব ও নিষ্ঠার।

(ix) সরকারী হিসাব কমিটির মাধ্যমে জাতীয় সংসদ ও সরকারের নিকট মূসক বিভাগের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিকল্পে সাংবিধানিক অডিট বিভাগ ও মূসক বিভাগের অভ্যন্তরীণ অডিট বিভাগের মধ্যে স্থায়ী সমন্বয়, যোগাযোগ ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরী করতে হবে। উভয়কে একসাথে কাজ করতে হবে। সাংবিধানিক অডিট বিভাগের অডিট আপত্তির দ্রুত ও কার্যকর আইনানুগ নিস্পত্তি করতে হবে। এটিও সাধারণ কাজ। কিন্তু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাবে বর্তমানে এটি বেশ জটিল পরিবেশে পর্যবসিত।

(x) মূসক বিভাগের বিরোধ ও মামলা ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকর ও সচল এবং জবাবদিহিমূলক করতে হবে। আপীল আদালতসহ উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন মামলার দ্রুত ও কার্যকর নিস্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে। সম্প্রতি চালুকৃত বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিরোধ বা মামলা নিস্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

(xi) বকেয়া রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করতে হবে। অন্যান্য দেশে অভিজ্ঞতার আলোকে এ সংক্রান্ত কাজকে ঢেলে সাজাতে হবে।

(xii) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য আইনে প্রবর্তিত বিশেষ কর ব্যবস্থাকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় উক্ত ব্যবসায়ী বান্ধব করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(xiii) মূসক বিভাগের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোতে প্রয়োজনীয় ও উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ/ব্যবস্থা ও লজিস্টিকস্‌সহ আধুনিক ব্যবস্থাপনাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

(xiv) আধুনিক মূসক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ন্যায় বাংলাদেশের মূসক ব্যবস্থাপনায়ও মূসক বিভাগের প্রতি বছরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপরিকল্পনা, তার বাস্তবায়ন কৌশল ইত্যাদি সম্বলিত বার্ষিক পরিকল্পনা ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করতে হবে। এটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান বার্ষিক প্রতিবেদনের অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। এতে এই বিভাগের দায়িত্ব ও পারফরমেন্স এবং সমস্যা বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারকসহ সুশীল সমাজ অবহিত হতে পারবেন। এ পদক্ষেপ জনদৃষ্টিতে মূসক বিভাগের ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি করবে।

(xv) পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সকল কর ব্যবস্থা কার্যকারণের দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত বিধায় মূসক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে উপরোক্তভাবে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি যুগপৎভাবে শুল্ক ও আয়কর পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনাকে প্রায় একইভাবে, একই পদ্ধতিতে ঢেলে সাজাতে হবে। তা না হলে মূসক ব্যবস্থাপনার যথাযথ সুফল পাওয়া যাবে না।

(xvi) সর্বোপরি, দেশের সুশাসনের মান অবশ্যই আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর মধ্যে শাসন/সুশাসন একই সময় একই ধারায় একই গতিতে আনতে না পারলে শুধু মূসক বিভাগে সংস্কারের মাধ্যমে এতে সুশাসন তেমন আনা যাবে বলে মনে হয় না।

৮। **উপসংহারঃ**

শুল্ক ও আয়কর বিভাগসহ মূসক বিভাগের আধুনিকায়নের জন্য উপরোক্ত সকল সংস্কার প্রস্তাব ৪ থেকে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন করতে সম্ভাব্য ব্যয় হবে ১০০০ থেকে ১২০০ কোটি টাকা। আর এ সব সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে দেশে অর্থনৈতিক সুশাসনের মান বৃদ্ধি ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে কর-জিডিপি'র অনুপাত বর্তমানের ১০ শতাংশ হতে আগামী ৪/৫ বছরে ১৪/১৫ শতাংশে পৌছবে বলে আশা করা যায়। কাজেই মূসকসহ রাজস্ব বিভাগের সার্বিক সংস্কার বা আধুনিকায়ন এখন সময়ের সবচেয়ে জরুরী দাবী।

সৌজন্যে ঃ গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
Green Delta Insurence Company Limited